প্রথম আলো

তারিখ 08 MAR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

# সরকারি কলেজে শিক্ষকের তিন হাজার পদ ফাঁকা

## অধ্যক্ষ নেই ২০টি কলেজে

**নিজস্ব প্রতিবেদক ●**

দেশের ৩০৪টি সরকারি কলেজ ও সমপর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে তিন হাজার ১৪৫টি শিক্ষকের পদ ফাঁকা। এ ছাড়া ২০টি কলেজে অধ্যক্ষ নেই। শিক্ষকদের নিয়মিত অবসরে যাওয়ার কারণে শূন্য পদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে।

ফলে কলেজগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে মফস্বল এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই সমস্যা বেশি। অনেকে মফস্বলে থাকতে চান না, বদলি করা হলে তা ঠেকানোর জন্য তদবির করেন। শিক্ষকদের অভিযোগ, সঠিক সময়ে নিয়োগ না হওয়ার কারণেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের মতে, সরকারি কলেজের শিক্ষকসংকট কাটাতে বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সূত্রমতে, সরকারি পর্যায়ে বর্তমানে ২৭০টি কলেজ, চারটি আলিয়া মাদ্রাসা, ১৬টি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট ও ১৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (টিটিসি) আছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সৃষ্ট পদ আছে ১৪ হাজার ৮৭৬টি। এর মধ্যে প্রভাষকের সাত হাজার ৫৩৯টি পদের মধ্যে দুই হাজার ২৮৯টি ফাঁকা। এ ছাড়া সহকারী অধ্যাপকের চার হাজার ১২৭টি পদের মধ্যে ৪৮৯টি, সহযোগী অধ্যাপকের দুই হাজার ৩৯৪টি পদের মধ্যে ২৯১টি এবং অধ্যাপকের ৮১৬টি পদের মধ্যে ৭৬টি পদ শূন্য।

অধ্যক্ষের পদ ফাঁকা হওয়ার পর নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মাউশির কর্মকর্তারা। কিন্তু অন্যান্য পদে সহজেই নিয়োগ দিতে না পারায় পাঠদানে সমস্যা হচ্ছে।

মাউশির দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা বলেন, সরকারি চাকুরেদের অবসরের বয়স দুই বছর বাড়ানোর ফলে গত দুই বছর কেউ অবসরে যাননি। কিন্তু ওই সময় পার হওয়ার পর গত ডিসেম্বর থেকে প্রতিদিনই কোনো কোনো শিক্ষক অবসরে যাচ্ছেন। ফলে শূন্য পদের সংখ্যাটিও বাড়ছে।

ওই কর্মকর্তা জানান, বিভিন্ন কলেজ থেকে অধ্যক্ষরা সংকটের কথা জানিয়ে শিক্ষক দিতে বললেও শিক্ষকের অভাবে তাঁদের চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছে না। আরেকটি সমস্যা হলো, বেশির ভাগ শিক্ষক ঢাকাসহ বড় শহরে অবস্থিত কলেজগুলোতে থাকার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেন। ফলে মফস্বলের কলেজগুলো অনেক বেশি সমস্যার মুখোমুখি হয়।

নেত্রকোনা সরকারি কলেজে ৭২টি পদের মধ্যে ১১টি পদ ফাঁকা। এর মধ্যে ইংরেজি, ইসলামের ইতিহাস, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও ইতিহাস বিভাগে প্রয়োজনের চেয়ে কম শিক্ষক কর্মরত আছেন বলে কলেজ সূত্রে জানা গেছে। মাউশির সূত্রমতে, উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত কলেজে এই সংকট আরও বেশি।

> প্রভাষকের সাত হাজার ৫৩৯টি পদের মধ্যে দুই হাজার ২৮৯টি ফাঁকা। এ ছাড়া সহকারী অধ্যাপকের চার হাজার ১২৭টি পদের মধ্যে ৪৮৯টি, সহযোগী অধ্যাপকের দুই হাজার ৩৯৪টি পদের মধ্যে ২৯১টি এবং অধ্যাপকের ৮১৬টি পদের মধ্যে ৭৬টি শূন্য

> ৬৬ সরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে সরকারি কর্মকমিশনকে (পিএসসি) বলা হয়েছে
>
> **নুরুল ইসলাম নাহিদ**
> শিক্ষামন্ত্রী

সরকারি কলেজশিক্ষকদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার বলেন, শিক্ষকের অভাবে পাঠদানের অভিযোগের কথা আমাদের প্রায়ই শুনতে হচ্ছে। এটা সত্যিই খুব সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাই শিক্ষার স্বার্থে আমরা চাই বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে অবিলম্বে শূন্য পদগুলো পূরণ করা হোক। এ ছাড়া কলেজগুলোতে এখন চার বছর মেয়াদি সম্মান কোর্স পড়ানো হচ্ছে, ডিগ্রি কোর্সও তিন বছর হয়ে গেছে। তাই চাহিদা অনুযায়ী আরও পদ সৃষ্টি করে মেধাবীদের নিয়োগ দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষকস্বল্পতার কথা স্বীকার করে *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে সরকারি কর্মকমিশনকে (পিএসসি) বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সরকারের চাহিদা অনুযায়ী বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে কলেজশিক্ষক নিয়োগ করা হয়ে থাকে।